মুখবন্ধ

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা সরকারের একটি নিয়মিত বার্ষিক প্রকাশনা। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সামষ্টিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন নীতি ও কৌশল এবং অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৪' প্রণয়ন করা হয়েছে। সমীক্ষাটি প্রতি বছরের ন্যায় এবারো জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে উপস্থাপন করা হবে।

২. ২০১৪ সালে পুনর্বারের মত দায়িত্ব গ্রহণের পর বর্তমান সরকার 'রুপকল্প-২০২১' এর অসমাপ্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়নকে সামনে রেখে দেশ ও জাতির কল্যাণে নানমুখী কার্যক্রমের সূচনা করেছে। এসকল কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হচ্ছে তথ্য-সমৃদ্ধ উন্নত ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও পরিকল্পিত উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে উন্নততর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা। এছাড়া সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার হলো ২০৫০ সালের মধ্যে দেশটিকে বিশ্ব দরবারে উন্নত দেশের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা।

৩. ২০০৫-০৬ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে বর্তমান সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদে (২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত) বাংলাদেশে জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৬ শতাংশের ওপর। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গত ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৬.০১ শতাংশে। চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিবিএস জিডিপি'র বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৬.১২ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করেছে। এই সাময়িক হিসাব অনুযায়ী অধিকাংশ খাতের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। যে সকল খাতের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে তার মধ্যে সার্বিক কৃষি, পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ এবং নির্মাণ খাত উল্লেখযোগ্য। চলতি অর্থবছরে জিডিপিতে খনিজ ও খনন, শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) এবং বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ খাতের প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে রেমিটেন্সসহ সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যান্য সূচকের যে উর্দ্ধমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে যে উৎপাদন ও বিনিয়োগ হতে পারে (বিশেষ করে বোরো ফসলের) তা বিবেচনা করলে চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৬.৫ শতাংশ হবে বলে আশা করা যায়।

৪. চলতি অর্থবছরের সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যান্য সূচকগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মূল্যস্ফীতির চাপ বর্তমান অর্থবছরের জুলাই মাসের তুলনায় হ্রাস পেয়ে মার্চ ২০১৪ মাসে ৭.৪৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে–যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে একই সময়ে ছিল ৭.৭১ শতাংশ। এ অর্থবছরে জুলাই-মার্চ সময়ে রপ্তানি আয় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১২.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে; একইভাবে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭.৫ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে ডলারের বিপরীতে টাকার শক্তিশালী মান বজায় রয়েছে। এ পরিস্থিতিকে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগাতে সরকার প্রয়োজনীয় সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। অন্যদিকে চলতি বছরে প্রথম দশ মাসে রেমিটেন্স প্রবাহ ঋণাত্মক (৪.৮ শতাংশ) হলেও ফেব্রুয়ারি ২০১৪ থেকে তা ইতিবাচক ধারায় ফিরে এসেছে। সরকার বর্তমানে নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং ইতোমধ্যেই অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা ও সুইডেনসহ মোট ৬২ টি দেশে নতুন শ্রমবাজার সম্প্রসারিত হয়েছে। উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০ মে, ২০১৪ তারিখে প্রায় ২০.০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।

৫. রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে সৃষ্ট নেতিবাচক কর্মকান্ডের ফলে উদ্ভূত অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণে চলতি অর্থবছরের প্রথম

আট মাসে রাজস্ব আহরণের সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা থেকে পিছিয়ে থাকলেও সামনের চার মাসে তা লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছবে বলে আশা করা যায়।

৬. 'সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯' –এর বিধানমতে প্রতি প্রান্তিকে বাজেট বাস্তবায়ন ও আয় ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হচ্ছে। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় আনা হয়েছে। দেশের সার্বিক উন্নয়নে দিক নির্দেশনা প্রদানে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৫)'র ন্যায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার দলিল দুটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। 'রুপকল্প -২০২১' এর অবশিষ্ট কর্মকান্ড সমাপ্তির লক্ষ্যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২১) প্রণয়নের কার্যক্রমও ইতোমধ্যেই শুরু করা হয়েছে।

৭. সমীক্ষায় দেশের সার্বিক অর্থনীতির মূলধারা বিশ্লেষণ এবং অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহের পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং বেসরকারি খাত উন্নয়নের বিবরণও দেয়া হয়েছে। সমীক্ষার তথ্য ও উপাত্ত উৎসাহী পাঠক, নীতি-নির্ধারক, গবেষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী, আগ্রহী ব্যক্তি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজন পূরণ করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

৮. মূল্যবান তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করে যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা সহযোগিতা করেছে আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ সমীক্ষাটি প্রণয়ন, সম্পাদনা ও প্রকাশনায় যে পরিশ্রম করেছেন সে জন্য তাঁদেরকেও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

(আবুল মাল আবদুল মুহিত)
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়